এই লেখাটি "দ্য ক্লিনিকাল সাইকোলজিস্ট" এর ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

শিশু নির্যাতন– কি?

ফারাহ্ দীবা
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী
প্রভাষক, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি.

শিশু নির্যাতনকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা কর্যার চেষ্টা চলে আসছে। তবে এ ধরনের বিভিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা শিশু নির্যাতনকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে, শিশুর বিকাশকে বাধাপ্রাপ্ত করতে পারে এমন সব আচরণকেই মূলত: শিশু নির্যাতন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব বলা যায়–

"শিশু নির্যাতন হলো, শিশুর প্রতি তেমন আচরণসমূহ যার ফলে শিশুর স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক বিকাশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এখানে শিশুর 'স্বাস্থ্য' বলতে শিশুর শারিরীক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যকে এবং 'বিকাশ' বলতে শিশুর শারিরীক, বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয়, সামাজিক এবং আরণগত বিকাশসমূহকে বোঝানো হয়েছে।"

শিশুর প্রতি নির্যাতনমূলক আচরণসমূহকে প্রধান চারটিভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়–

১. শিশুকে শারিরীকভাবে নির্যাতন করা,

২. শিশুর প্রতি বিভিন্ন ধরনের যৌন আচরণ করা,

৩. শিশুকে মানসিকভাবে যন্ত্রণা প্রদান করে নির্যাতন করা,

৪. শিশুর আবশ্যক চাহিদা পূরণে অবহেলা করা, যেমন– শিশুকে যথাসময়ে খাবার দিতে অবহেলা করা, শিশুকে নিরাপত্তা প্রদান না করা ইত্যাদি।

শিশুদের প্রতি শারিরীক নির্যাতন করা হয় অহরহ। পরিবারে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা যে সব প্রতিষ্ঠানে শিশুরা কর্মী হিসাবে নিয়োজিত আছে, এসব জায়গায় প্রতিদিন কিছু না কিছু কারনে শিশুরা শারিরীক নির্যাতনের শিকার হয়। যখন কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন শিশুকে আঘাত করে বা বিষ প্রয়োগ পর্যন্ত করে তখন এধরনের আচরণকে শিশু শারিরীক নির্যাতন হিসাবে ধরা যায়। এধরনের নির্যাতন ছাড়াও শিশুদের সাথে যখন যৌন তৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন ধরনের আচরণ করে তখন তাকে বলে শিশু যৌন নির্যাতন। অন্যান্য সব ধরনের নির্যাতনের মধ্যে যৌন নির্যাতন শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে।

শারিরীক নির্যাতন ও যৌন নির্যাতন করা ছাড়াও শিশুদের প্রতি আরো দু'ভাবে নির্যাতন করা হয়। একটি হলো আবেগীয় নির্যাতন ও অন্যটি হলো অবহেলা। এ দু'ধরনের নির্যাতনের মাধ্যমে শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিপালনের আচরণ সমূহ (যেমন– সময়মত খাবার খেতে দেয়া, ভুলের জন্য ক্ষতিকারক শাস্তি প্রদান না করা ইত্যাদি) বন্ধ রাখা হয়। আর খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর ফলে শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ প্রতিবন্ধকতা পায়।

শিশু ও কিশোরদের উপর নির্যাতন কি প্রভাব ফেলে?

নির্যাতন শিশু-কিশোর বয়সীদের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলবেই একথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না। এইসব প্রভাব শিশুকে শারিরীকভাবে যেমন বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে তেমনি মানসিকভাবেও প্রতিবন্ধী করে ফেলতে পারে।

নির্যাতন একটি শিশুর শরীরে স্থায়ী আঘাতের চিহ্ন, দৈহিক বিকৃতি, স্নায়বিক বৈকল্য, ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, শারিরীক বৃদ্ধিতে স্থবিরতা ইত্যাদির মত দীর্ঘ স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে। ঠিক একইভাবে রাসায়নিক দিক থেকেও শিশু-কিশোর বয়সীরা সারাজীবনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে। যেমন– নির্যাতিত শিশুর মধ্যে নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হতে পারে, ভাষাগত ও বুদ্ধিবৃত্তীয় বিকাশে সমস্যা দেখা দিতে পারে, স্বাভাবিক আবেগ প্রকাশেও বিভিন্ন রকম বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। আর এসব সমস্যার কারনে শিশু বা কিশোর-কিশোরীটি সারাজীবন বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারে বা হওয়ার আশংকা থাকে। বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যা যেমন– বিষণ্নতা, উদ্বেগ, আত্মহত্যাপ্রবণ, বিদ্যালয়ের বা স্বাভাবিক কাজকর্মে অনাগ্রহ বা অসাফল্য, বিছানা ভেজানো, ঘুমের সমস্যা, খাদ্য গ্রহণে সমস্যা, স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরির অক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব বৈকল্য, মাদকাসক্তি ইত্যাদি।

শিশু বা কিশোর-কিশোরীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হলে তাদের মধ্যে অন্যদের বিশ্বাস করার ক্ষমতাটি নষ্ট হয়ে যায়, যার ফলে প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে তারা স্বাভাবিকভাবে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপনে অক্ষম হয়। মেয়ে শিশু বা কিশোরীরা হয় সন্তানদের প্রতি অধিক নিয়ন্ত্রণ করে বা একেবারেই খেয়াল করে না। এছাড়াও ছেলে বা মেয়ে শিশু উভয়েরই পরবর্তীতে নির্যাতনকারী হিসাবে বেড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

নির্যাতনের শিকার শিশুরা কিভাবে দুঃসহ স্মৃতিকে অতিক্রম করতে পারে এবং তাদের কিভাবে সাহায্য করা যায়?

নির্যাতনের শিকার শিশুদের জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো তাকে আরও নির্যাতিত হবার অবস্থা থেকে রক্ষা করা। শিশু নির্যাতনের ফলে শারিরীকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিনা চিকিৎসকের সাহায্য নিয়ে সে ব্যপারে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা বিশেষ প্রয়োজন।

পাশাপাশি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যে কি প্রভাব পড়েছে তা সাইকিয়াট্রিষ্ট, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, কাউন্সেলর এদের সহায়তা নিয়ে বুঝে নিতে হবে। তাঁরা শিশুর মানসিক অবস্থার পর্যালোচনা করে তার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ, মানসিক সাহায্য প্রদান করবেন।

তবে শিশুদের এইসব মানসিক চিকিৎসা শিশুকে যত্নদানকারী ব্যক্তির (শিশুর বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, ইত্যাদি) সহযোগিতা ছাড়া করা খুবই কঠিন। কারন শিশুরা অন্যদের সহযোগিতার আত্মনির্ভরশীল হতে শেখে। কাজেই তাদের মধ্যকার নির্যাতনে সৃষ্ট দুঃসহ স্মৃতিগুলোকে অতিক্রম করার শক্তি ও সাহস যোগাতে শিশুর পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তথা পুরা সমাজকে সহযোগিতা করতে হবে।

আমাদের দেশে নির্যাতিত শিশু ও কিশোরদের জন্য বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্যের কি কি সাহায্য পাওয়া যাবে?

আমাদের দেশে নির্যাতিত শিশু-কিশোরদের আইন, আশ্রয়, শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবার সহযোগিতা প্রদান করতে বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের জন্য বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে শারিরীক সেবা প্রদানের সুযোগ রয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্যের সেবার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সাইকিয়াট্রিষ্টরা রয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইকিয়াট্রিষ্টদের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট বা চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানীরাও কাজ করেন। যে কারনে এখানে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ চিকিৎসার পাশাপাশি মনোবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাসেবা পাবার সুযোগ রয়েছে।

পরিশেষে বলতে চাই আমাদের শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। আমাদের গড়ে তোলা বর্তমানকে, সামনের দিনে ধরে রাখবে তারা। তাদেরকে তাই সুস্থ ও সুন্দরভাবে বিকশিত করে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের। সামাজিকভাবে শিশুদের জন্য নির্যাতনমুক্ত পরিবেশ তৈরী করে তাদেরকে শারিরীক ও মানসিকভাবে পূর্ণাঙ্গ, সুস্থ ও বিকশিত করে তোলা একান্ত কর্তব্য।

লেখক পরিচিতি

ফারাহ্ দীবা, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট, প্রভাষক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। তিনি এই বিভাগ থেকে এম. এস.সি ও এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

‘ADHD is one of most common disorder of childhood.’

Source : A Global Mental Health Education Program of WFMH